পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০, ওয়েবসাইট : www.wbcuta.org

সার্কুলার- ৭/২০১৯ তারিখ : ০৬ - ০৬ - ২০১৯

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,/ সম্পাদক জেলা কমিটি

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

সকলেই অবগত আছেন যে অধ্যাপক সমিতি গত ১৫-০৩-২০১৯ তারিখ নির্দিষ্ট কতকগুলি দাবি পূরণের জন্য বিকাশভবন অভিযান কর্মসূচী সফলভাবে সংঘটিত করে। ঐদিন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দপ্তরে না থাকায় শিক্ষাসচিবের কাছে দাবি সনদ প্রদান করা হয় ও দীর্ঘ আলোচনা হয়। দুঃখের বিষয় ঐ সমস্যাগুলির কোন সুরাহা হয়নি।

গত ০৪-০৬-২০১৯ তারিখ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সমিতির রাজ্যকমিটির পদাধিকারীদের একটি প্রতিনিধিদল নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেন ও দাবিসনদ পেশ করেন।

১) সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ (শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাব ব্যতীত অন্যান্য সব রাজ্যে চালু হয়ে গেছে) দ্রুত লাগু করার দাবি জানালে মন্ত্রীমহোদয় আবারও রাজ্য অর্থদপ্তরের অক্ষমতার কথা বলেন। এ বিষয়ে সরকার কোন সদর্থক ভূমিকা নেবে বলে প্রতিনিধিদলের মনে হয়নি।

২) ষষ্ঠ বেতন কমিশনের প্রাপ্য বকেয়া (মাত্র ৪৫ কোটি টাকা) প্রদানের দাবি জানালে মাননীয় মন্ত্রী এ ব্যাপারেও অর্থদপ্তরের কথা বলেন। এই টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্য পেয়ে যাবে বলেও সমিতির নেতৃত্ব মন্ত্রীমহোদয়কে জানায়। এই প্রসঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে একটি নোট দেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী।

৩) **PTT** ও **CWTT** বন্ধুদের নির্দিষ্ট বেতনক্রমের দাবি জানালে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন যাঁরা এম.ফিল, পি.এইচ.ডি করেছেন বা নেট, সেট উত্তীর্ণ শুধুমাত্র তাঁদেরকে **CSC** মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। অতিথি অধ্যাপকদের বিষয়ে সরকার কোন রকম বিবেচনা করবে না বলে জানিয়ে দেন। উচ্চশিক্ষা দপ্তর কলেজগুলি থেকে **PTT, CWTT, Guest Lecturer** দের সম্পর্কে যে তথ্য চেয়েছে, সে বিষয়ে বন্ধুদের জানাই যাঁদের এম.ফিল, পি.এইচ.ডি, সেট, নেট নেই তাঁদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই।

৪) এখনও অবধি **CPF**-এ থাকা শিক্ষকদের **GPF**-এ স্থানান্তরের জন্য আর একবার সুযোগ দেবার জন্য বলা হয়। মাননীয় মন্ত্রী এব্যাপারে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

৫) স্বেচ্ছাবসরের বিষয়টিও আলোচিত হয় -- বিশেষত যারা অসুস্থতা বা অন্য কোন সমস্যার জন্য ৬৫ বছর পর্যন্ত অধ্যাপনা করতে অনিচ্ছুক তাঁদের এই সুযোগ দেবার জন্য বলা হয়।

উনি এ বিষয়ে সরকারের আর্থিক লাভক্ষতির বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা বলেন।

৬) **CBCS** - চালু হবার ফলে পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পঠনপাঠনের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে মন্ত্রীকে অবহিত করা হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রীমহোদয় অধ্যাপক সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয়দের আধিকারিকদের নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করার প্রতিশ্রুতি দেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষকদের বদলি, **CAS** এর ক্ষেত্রে বিকাশভবনের ও কলেজগুলির দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

গ্রীষ্মাবকাশ নিয়ে বিভিন্ন কলেজ শিক্ষকদের যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট না মেনে হেনস্থা করা হচ্ছে অধ্যাপক সমিতি এ বিষয়ে ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পরিশেষে জানাই, শক্তিশালী আন্দোলন ব্যতিরেকে কোন দাবি আদায় সম্ভবপর হবে না।

আগামী দিনে অধ্যাপক সমিতির কর্মসূচীগুলিতে সদস্যবন্ধুদের অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

কেশব ভট্টাচার্য

(কেশব ভট্টাচার্য)
সাধারণ সম্পাদক
মোবাইল নং - ৯৮৩০০২১৭৯৪